रजिस्ट्री सं डी-221

Registered No. D-211

রেজিস্ট্রী নং ডি-২২১

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
ভারতের গেজেট

असाधारण

EXTRAORDINARY

বিশেষ

भाग VII—अनुभाग 1

PART VII—Section 1

ভাগ ৭—অনুভাগ ১

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

सं 11	नई दिल्ली, शुक्रबार, नभेम्बर, 27, 2020	[अग्रहायण 6, 1942 शक
No. 11	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020	[AGRAHAYANA 6, 1942 (SAKAY)
নং 11	নতুন দিল্লী, শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২০	[৬ই অগ্রহায়ণ, ১৯৪২(শক)

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়
(বিধান বিভাগ)

নতুন দিল্লী, ২১শে আগস্ট, ২০২০/৩০শে শ্রাবণ, ১৯৪২(শক)

(১) দি ক্যারেজ বাই রোড অ্যাক্ট, ২০০৭ (২০০৭-এর ৪১),

(২) দি মেনটেনান্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ পেরেন্টস অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স অ্যাক্ট, ২০০৭ (২০০৭-এর ৫৬),

(৩) দি ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ২০১০ (২০১০-এর ৩১),

(৪) দি ইউনিয়ন টেরিটরি গুড্‌স্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-এর ১৪) এবং

(৫) দি ইন্ডিয়ান ইন্‌স্‌টিটিউট্‌স অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-এর ৩৩)-এর

বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রাধিকারাধীন প্রকাশিত হইতেছে এবং তৎসমূহ প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৫০)-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী প্রাধিকৃত পাঠরূপে গণ্য হইবে।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, Dated, the 21st August, 2020/ 30 Sravana, 1942 (Saka)

The translations in Bengali of the following, namely:

(1) The Carriage by Road Act, 2007 (41 of 2007),

(2) The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (56 of 2007),

(3) The Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010),

(4) The Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and

(5) The Indian Institutes of Management Act, 2017 (33 of 2017),

are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Bengali under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান আইন, ২০১৭

(২০১৭-র ৩৩ নং আইন)

[২৪ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

কতিপয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থানকে পরিচালনতন্ত্র, পরিচালনতন্ত্রমূলক গবেষণা এবং এতৎসম্বন্ধী জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলিতে বিশ্বমানের উৎকর্ষ লাভ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে এইসকল প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করিবার জন্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা তদানুষঙ্গিক অন্যান্য কতিপয় বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার জন্য আইন।

ভারত সাধারণতন্ত্রের আটষট্টিতম বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :-

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রারম্ভ।

১। (ক) এই আইন ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(খ) ইহা কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন সেই তারিখে বলবৎ হইবে এবং এই আইনের ভিন্ন ভিন্ন বিধানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট করা যাইবে।

কতিপয় প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা।

২। যেহেতু তফসিলে উল্লিখিত সংস্থানগুলির উদ্দেশ্যসমূহ এরূপ যাহা ঐ সংস্থানগুলিকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান করিয়া তোলে, অতএব ঐরূপ প্রতিটি সংস্থানকে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা যাইতেছে।

সংজ্ঞার্থ।

৩। এই আইনে প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, —

(ক) ''অধিবিদ্য পরিষদ'' বলিতে ১৪ ধারায় উল্লিখিত অধিবিদ্য পরিষদ বুঝায়;

(খ) কোন সংস্থান সম্পর্কে ''পর্ষদ'' বলিতে ১০ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত পরিচালক পর্ষদ বুঝায়;

(গ) ''চেয়ারপার্সন'' বলিতে ১০ ধারার (২) উপধারায় (ক) প্রকরণ অনুযায়ী নিযুক্ত সংস্থানসমূহের পরিচালক পর্ষদের চেয়ারপার্সন বুঝায়;

(ঘ) ''সমন্বয় মঞ্চ'' বলিতে ২৯ ধারা অনুযায়ী স্থাপিত ''সমন্বয় মঞ্চ'' বুঝায়;

(ঙ) তফসিলের (৩)য় স্তম্ভে উল্লিখিত সংস্থান সম্পর্কে ''তৎস্থানী সংস্থান'' বলিতে (৫)ম স্তম্ভে উক্ত সংস্থানের বিপরীতে যথা-বিনির্দিষ্ট সংস্থান বুঝায়;

(চ) ''অধিকর্তা'' বলিতে ১৬ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত সংস্থানের অধিকর্তা বুঝায়;

(ছ) ''বিদ্যমান সংস্থান'' বলিতে তফসিলের (৩)য় স্তম্ভে বর্ণিত যেকোন সংস্থান বুঝায়;

(জ) ''সংস্থান'' বলিতে তফসিলের (৫)ম স্তম্ভে বর্ণিত যেকোন সংস্থান বুঝায়;

(ঝ) ''প্রজ্ঞাপন'' বলিতে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত কোন প্রজ্ঞাপন বুঝায় এবং ''প্রজ্ঞাপিত করা'' এই কথাটি উহার সমোদ্ভব অর্থ এবং ব্যাকরণগত তারতম্য সহ তদনুসারে অর্থান্বয়িত হইবে;

(ঞ) ''অধ্যাদেশ'' বলিতে এই আইন অনুযায়ী অধিবিদ্য পরিষদ কর্তৃক প্রণীত অধ্যাদেশ বুঝায়;

(ট) ''বিহিত'' বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(ঠ) ''প্রনিয়মাবলী'' বলিতে পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত প্রনিয়মাবলী বুঝায়;

(ড) ''তফসিল'' বলিতে এই আইনের সহিত সংলগ্ন ''তফসিল'' বুঝায়;

(ঢ) "সমিতি" বলিতে তফসিলের (৩)য় স্তম্ভে উল্লিখিত সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ বা মাইশোর সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৬০ বা মধ্যপ্রদেশ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৩ বা তামিলনাড়ু সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অথবা জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৯৮ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত যেকোন সমিতি বুঝায়। ১৮৬০-এর ২১। ১৯৬০-এর ১৭। ১৯৭৩-এর ৪৪। ১৯৭৫-এর ২৭। ১৯৯৮-এর VI।

অধ্যায় ২

সংস্থান

সংস্থানসমূহের নিগমবদ্ধকরণ।

৪। (১) এই আইনের প্রারম্ভে ও প্রারম্ভ হইতে প্রতিটি বিদ্যমান সংস্থান তফসিলের (৫)ম স্তম্ভে যথা-উল্লিখিত নামের একটি নিগমবদ্ধ সংস্থা হইবে।

(২) তফসিলের (৫)ম স্তম্ভে উল্লিখিত প্রত্যেক সংস্থানের নিরবচ্ছিন্ন উত্তরানুক্রম এবং একটি সাধারণ সীলমোহর এবং তৎসহ এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, অস্থাবর ও স্থাবর উভয়প্রকার সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা এবং সংবিদা করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা উক্ত নামে মোকদ্দমা করিবে বা তৎবিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা যাইবে।

সংস্থানসমূহের নিগমবদ্ধকরণের প্রভাব।

৫। এই আইনের প্রারম্ভে ও প্রারম্ভ হইতে —

(ক) কোন সংবিদা বা অন্য সাধনপত্রে কোন বিদ্যমান সংস্থানের উল্লেখ তৎস্থানী সংস্থানের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রত্যেক বিদ্যমান সংস্থানের বা তৎমালিকানাধীন সকল সম্পত্তি, অস্থাবর ও স্থাবর, তৎস্থানী সংস্থানের নিকট বর্তাইবে;

(গ) প্রত্যেক বিদ্যমান সংস্থানের সকল অধিকার ও ঋণ এবং অন্য দায়িতাসমূহ তৎস্থানী সংস্থানের নিকট হস্তান্তরিত হইয়া যাইবে এবং উহার অধিকার ও দায়িতাসমূহ হইবে;

(ঘ) ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে প্রতিটি বিদ্যমান সংস্থান কর্তৃক নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় পদে ও চাকরিতে, তৎস্থানী সংস্থানে সেই একই কার্যকালের জন্য সেই একই পারিশ্রমিক এবং সেই একই শর্ত ও কড়ারে এবং পেনশন, ছুটি, আনুতোষিক, ভবিষ্যনিধি এবং অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত সেই একই অধিকার ও বিশেষাধিকারসহ অধিষ্ঠিত থাকিবেন যেভাবে তিনি এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে অধিষ্ঠিত থাকিতেন এবং ঐরূপে থাকিয়া যাইবেন যদিনা এবং যেপর্যন্ত না তাঁহার নিয়োজনের অবসান হয় অথবা যেপর্যন্ত না ঐরূপ কার্যকাল, পারিশ্রমিক এবং শর্ত ও কড়ার নিয়মাবলী দ্বারা যথাযথরূপে পরিবর্তিত হয় :

তবে যদি ঐরূপে কৃত পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহাহইলে সংস্থান, ঐ কর্মচারীর সহিত কৃত সংবিদার শর্তানুসারে অথবা উহাতে তৎপক্ষে কোনরূপ বিধান না থাকিলে, স্থায়ী কর্মচারীর ক্ষেত্রে তাঁহাকে তিন মাসের পারিশ্রমিকের সমতুল এবং অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রে তাঁহাকে এক মাসের পারিশ্রমিকের সমতুল ক্ষতিপূরণ প্রদানক্রমে তাঁহার নিয়োজনের অবসান করিতে পারিবে :

পরন্তু তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী অথবা কোন সাধনপত্রে বা অন্য দস্তাবেজে যেকোন শব্দের আকারেই হউক না কেন কোন বিদ্যমান সংস্থানের অধিকর্তা এবং অন্য আধিকারিকগণের কোন উল্লেখ তৎস্থানী সংস্থানের অধিকর্তা এবং অন্য আধিকারিকগণের উল্লেখ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে;

(ঙ) এই আইন প্রারম্ভের পূর্বে, প্রতিটি বিদ্যমান সংস্থানে বিদ্যাবিষয়ক বা গবেষণা পাঠক্রমে অধ্যয়নরত প্রত্যেক ব্যক্তি, ঐরূপ প্রারম্ভের পর তৎস্থানী প্রতিষ্ঠানে পাঠক্রমের সেই একই স্তরে পরিগমন করিয়াছেন ও রেজিস্ট্রিভুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন যে স্তরে তিনি, যথা হইতে পরিগমণ করিয়াছেন সেই সংস্থানে ছিলেন।

(চ) এই আইন প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে, কোন বিদ্যমান সংস্থান কর্তৃক বা তৎবিরুদ্ধে দায়েরকৃত বা দায়েরকৃত হইতে পারিত এরূপ সকল মোকদ্দমা ও অন্য বৈধিক কার্যবাহ তৎস্থানী সংস্থান কর্তৃক বা তৎবিরুদ্ধে চলিতে থাকিবে বা দায়েরকৃত হইবে।

সংস্থানসমূহের উদ্দেশ্যসমূহ।

৬। প্রত্যেক সংস্থানের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ থাকিবে, যথা :–

(ক) বেসরকারী, সরকারী এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান ও উদীয়মান শিল্পোদ্যোগগুলিতে পেশাদার পরিচালক, শিল্পোদ্যোগী ও ব্যবস্থাপকরূপে যাঁহারা অবদান রাখিতে পারিবেন এরূপ নেতৃস্থানীয়দের শিক্ষিত ও সমর্থিত করা;

(খ) পরিচালনতত্ত্ব ও উহার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নূতন জ্ঞান এবং নবপ্রবর্তনের বিকাশ ঘটাইবার তথা বিশ্বমানের নেতৃত্ব প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে গবেষণামূলক, প্রকাশনাসংক্রান্ত, পরামর্শমূলক এবং উপদেশমূলক কার্য চালাইয়া যাওয়া :

তবে ঐরূপে পরিচালিত গবেষণাকার্য অধ্যয়নের এরূপ ক্ষেত্রগুলির অভিমুখে চালিত হইবে যদ্দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহে যথা-সংস্থিত অন্তর্নিবেশমূলক, ন্যায়সংগত এবং অবিচ্ছিন্ন জাতীয় উন্নয়নের অভীষ্ট-লক্ষ্য পরিবর্ধিত হইবে;

(গ) উচ্চমানের পরিচালনশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং এতৎসম্বন্ধী জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলিকে এবং তৎসহ অন্তঃবিষয়ক অধ্যয়নকে প্রোন্নত করা;

(ঘ) সমাজে সার্বিকরূপে অবদান রাখিবার উদ্দেশ্যে অন্তর্নিবেশমূলক, ন্যায়সংগত এবং অবিচ্ছিন্ন জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যের কল্পনাদৃশ্যে পরিচালন শিক্ষাব্যবস্থাকে সংবেদনশীল করিয়া তোলা;

(ঙ) সামাজিক এবং লিঙ্গের সমতা বর্ধক কর্মসূচীর সমর্থন ও উন্নয়ন করা;

(চ) এরূপ শিক্ষামূলক কর্মসূচী ও গুণবত্তার উন্নতিবিধান করা যাহা সর্বস্তরীয় পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষা, শিক্ষণ এবং শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যের অগ্রগতি সাধন করে;

(ছ) পরিচালনতন্ত্র অধ্যয়ন এবং এতৎসম্বন্ধী পাঠ্যক্ষেত্রের জন্য কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা;

(জ) ভারতের পরিচালনতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন প্রদান এবং তৎসহিত সহযোগ স্থাপন করা;

(ঝ) পরিচালনশিক্ষা এবং গবেষণার স্বার্থ প্রসারণের জন্য অন্যান্য দেশের শিক্ষামূলক বা পরিচালনতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত একযোগে কাজ করা ও সহযোগ স্থাপন করা।

সংস্থানের ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ।

৭। এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রত্যেক সংস্থান নিম্নলিখিত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ ও কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবে যথা :-

(ক) সংস্থানসমূহের প্রশাসন তথা পরিচালনকার্য চালানো;

(খ) তৎসময়ে বলবৎ বিধিসমূহের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রনিয়মাবলী দ্বারা অধ্যয়নার্থীদের বিভিন্ন পাঠক্রমে ভর্তির জন্য ব্যবস্থা করা;

(গ) পরিচালনতন্ত্র এবং তৎসম্বন্ধী পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে পাঠক্রম, প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকার্য বিনির্দিষ্ট ও পরিচালনা করা এবং এতৎসম্পর্কিত জ্ঞান নথিবদ্ধ ও পরিব্যপ্ত করা ;

(ঘ) বিশ্বের স্বতঃপরিবর্তনশীল পরিচালনতন্ত্র প্রয়োগের সহিত সমসারিভুক্ত নববর্তনমূলক পরিচালনশিক্ষার শিক্ষণনীতি বিবর্তিত করা ;

(ঙ) পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা করা এবং ন্যায্য এবং স্বচ্ছ কার্যব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও কৃতি নির্ধারণ পদ্ধতি স্থাপন করা;

(চ) ডিগ্রী, ডিপ্লোমা অন্যান্য বিদ্যাবিষয়ক সাম্মানিক-স্বীকৃতি বা উপাধি প্রদান করা তথা গবেষণা-বৃত্তি, অধ্যয়ন-বৃত্তি, পুরস্কার ও পদক, সাম্মানিক খেতাব এবং অন্যবিধ সাম্মানিক স্বীকৃতি প্রবর্তন ও প্রদান করা;

(ছ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অন্যান্য নবপ্রবর্তনমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করিবার মাধ্যমে শিক্ষার খরচ কমানো এবং শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করা;

(জ) আবশ্যকতা অনুসারে পরিকাঠামো স্থাপন করা এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঝ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণমূলক, পরামর্শমূলক এবং উপদেশমূলক পরিষেবা সমেত শিক্ষাদান ও অন্যান্য পরিষেবার জন্য সংস্থান যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবে ছাত্রছাত্রীদের এবং অন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা নিগমবদ্ধ সংস্থার নিকট হইতে সেরূপ ফী ও অন্য প্রভার নির্ধারণ করা, বিনির্দিষ্ট করা ও প্রাপ্ত করা;

(ঞ) সংস্থানের উদ্দেশ্যসমূহ অগ্রনয়ণের জন্য সংস্থানের মালিকানাধীন বা তন্নিকট বর্তানো সম্পত্তি, পর্ষদের অনুমোদন লইয়া এবং স্থাবর সম্পত্তি হইলে, কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্বাহ্নে জ্ঞাপন করিয়া, এই শর্তসাপেক্ষে অর্জন, ধারণ ও বিলিব্যবস্থা করা যে ঐরূপ সম্পত্তি পূর্ণতঃ বা অংশতঃ রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থপোষণ দ্বারা লাভ করা হয় নাই :

তবে যেক্ষেত্রে সংস্থানের জন্য ভূমি কোন রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে প্রদত্ত হইয়াছে সেক্ষেত্রে, ঐরূপ ভূমির বিলিব্যবস্থা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদনসহ করা যাইবে।

(ট) অধিকর্তার পদ ব্যতীত সংস্থানের অধীনে শিক্ষাবিষয়ক, প্রশাসনিক, প্রযুক্তিগত, সহায়ক এবং অন্যান্য পদ সৃষ্টি করা এবং উহাতে নিয়োগ করা;

(ঠ) সংস্থানের কোন কার্য নিষ্পত্তির জন্য অথবা সংস্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদানের জন্য কমিটিসমূহ নিয়োগ করা;

(ড) সংস্থানের মূলধনী ব্যয় এবং তৎসহ উহার ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগে ও কৃত্যসমূহ নিষ্পাদনে উপগত ব্যয়সমূহ সমেত সংস্থানের ব্যয়সমূহ নির্বাহ করিবার জন্য অনুদান, দান ও অভিদায় গ্রহণ করা এবং সংস্থানের অভ্যন্তরীণরূপে সৃজিত তহবিল সহ সংস্থানের তহবিল স্বীয় অভিরক্ষাধীনে রাখা;

(ঢ) সংস্থান যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবে সেরূপ অংশীদারি, সম্বদ্ধকরণ এবং অন্যান্য শ্রেণীর পেশাদার বা সাম্মানিক বা প্রযুক্তিগত সদস্যতা বা পদ সৃষ্টি করা;

(ণ) সংস্থানের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ অন্য কৃত্যসমূহ সম্পাদন করা;

(ত) সংস্থানের সকল বা যে কোন উদ্দেশ্য সাধনে আনুষঙ্গিক সকল কার্য ও ক্রিয়াকলাপ করা।

সংস্থানসমূহ লিঙ্গ, জাতি, ধর্মমত, বর্ণ বা শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের জন্য অবারিত থাকিবে।

৮। (১) প্রত্যেক সংস্থান লিঙ্গ, জাতি, ধর্মমত, বর্ণ বা শ্রেণী নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির জন্য অবারিত থাকিবে এবং সদস্য, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক বা কর্মী ভর্তি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে কিংবা যাহাই হউক না কেন অন্য কোন সূত্রে, ধর্মীয় বিশ্বাস বা পেশা সম্পর্কে কোনরূপ যাচাই প্রক্রিয়া বা শর্ত আরোপ করা যাইবে না।

(২) কোন সংস্থান কর্তৃক এরূপ কোন উইলপত্রে-দান, দান বা সম্পত্তির হস্তান্তরণ গৃহীত হইবে না যাহার সহিত পর্ষদের অভিমতে, এই ধারার মর্ম ও উদ্দেশ্য হইতে বিপরীত শর্তসমূহ বা দায়সমূহ জড়িত।

(৩) প্রতিটি সংস্থানে প্রত্যেক শৈক্ষণিক পাঠক্রমে বা অধ্যয়ন কর্মসূচীতে ভর্তি, ঐরূপ সংস্থান কর্তৃক ভর্তি প্রক্রিয়া প্রারম্ভের পূর্বে উহার উদ্দেশ্যপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত স্বচ্ছ এবং যুক্তিসঙ্গত মাপকাঠির নিরিখে নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতে কৃত হইবে :

তবে এই ধারার কোনকিছুই সংস্থানকে মহিলা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা কোন সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর নাগরিক শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণের এবং বিশেষতঃ তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতির জন্য, নিয়োজন বা ভর্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে নিবারিত করে বলিয়া গণ্য হইবে না :

পরন্তু ঐরূপ প্রতিটি সংস্থান, সেন্ট্রাল এডুকেশনাল ইনসটিটিউশনস্ (রিজার্ভেশন ইন অ্যাডমিশন) অ্যাক্ট, ২০০৬-এর প্রয়োজনে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইবে। ২০০৭-এর ৫।

সংস্থান লাভার্থে-নহে এরূপ বৈধিক সত্তা হইবে।

৯। (১) প্রত্যেক সংস্থান, লাভার্থে-নহে এরূপ একটি বৈধিক সত্তা হইবে এবং এই আইন অনুযায়ী উহার কার্যকলাপ সংক্রান্ত সকল ব্যয় মিটাইবার পর ঐরূপ সংস্থানের রাজস্বে কোন উদ্বৃত্ত, যদি থাকে, উহার কোন অংশই, ঐরূপ সংস্থানের বিকাশ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অথবা তথায় গবেষণা চালাইবার উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা যাইবে না।

(২) প্রত্যেক সংস্থান স্বনির্ভরতা এবং অবিচ্ছিন্নধারা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের প্রয়াস করিবে।

অধ্যায় ৩

সংস্থানের প্রাধিকার

পরিচালক পর্ষদ।

১০। (১) প্রত্যেক সংস্থানের পরিচালক পর্ষদ উহার প্রধান নির্বাহিক সংস্থা হইবে।

(২) প্রত্যেক সংস্থানের পর্ষদ নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) শিল্প বা শিক্ষা বা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বা পরিচালন বা জন প্রশাসনের উপক্ষেত্রে বা ঐরূপ অন্য কোন উপক্ষেত্রে খ্যাতনামা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে পর্ষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এরূপ একজন চেয়ারপার্সন;

(খ) পরিচালনশিক্ষার ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মনোনীতক বা তাঁহার প্রতিনিধি;

(গ) যে রাজ্য সরকারের রাজ্যক্ষেত্রীয় ক্ষেত্রাধিকারাধীনে সংস্থানটি অবস্থিত, সংশ্লিষ্ট সেই রাজ্য সরকারের একজন মনোনীতক বা ঐরূপ মনোনীতকের প্রতিনিধি;

(ঘ) শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজসেবা বা জন প্রশাসনের ক্ষেত্রে খ্যাতনামা এরূপ চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা প্রনিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং পর্ষদ কর্তৃক সেরূপ প্রণালীতে মনোনীত হইবেন ও যাঁহাদের মধ্যে অন্তত একজন মহিলা হইবেন;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট সংস্থানসমূহের অনুষদ হইতে এরূপ দুইজন সদস্য যাঁহারা পর্ষদ কর্তৃক প্রনিয়মাবলীর দ্বারা নিবদ্ধ করণীয় প্রণালীতে চেয়ারপার্সন কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(চ) তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতিসমূহ হইতে একজন সদস্য, যিনি পর্ষদ কর্তৃক (ঘ) (ঙ) ও (ছ) প্রকরণসমূহে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন;

(ছ) পরিচালনক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন, বিদ্যমান সংস্থানের এরূপ পূর্বছাত্র বা উহার সমিতির সদস্যগণের মধ্য হইতে পর্ষদ কর্তৃক সহযোজিত হইবেন এরূপ পাঁচজন ব্যক্তি :

তবে ঐরূপ পাঁচজন ব্যক্তির মধ্য হইতে অনধিক একজন সদস্য সমিতি হইতে হইবেন;

(জ) (ঘ) (ঙ) ও (ছ) প্রকরণসমূহে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হইতে পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হইবেন এরূপ তিনজন মহিলা সদস্য;

(ঝ) সংস্থানের অধিকর্তা, পদাধিকারবলে সদস্য।

(৩) পর্ষদ, (২) উপধারার (ঘ) ও (ছ) প্রকরণসমূহে উল্লিখিত কোন সদস্যের অস্থায়ী শূন্যপদ পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে, তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ সময়সীমার জন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন।

(৪) পর্ষদ সংস্থানের কোন আধিকারিককে পর্ষদের সচিবরূপে কার্য করিবার জন্য নামোদ্দিষ্ট করিবেন।

(৫) চেয়ারপার্সনের, যেকোন সংখ্যক এরূপ বিশেষজ্ঞ, যাঁহারা পর্ষদের সদস্য নহেন, তাঁহাদের পর্ষদের সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইবার ক্ষমতা থাকিবে কিন্তু ঐরূপ আমন্ত্রিতদের ঐ সভায় ভোটদানের অধিকার থাকিবে না।

পর্ষদের ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ।

১১। (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রত্যেক সংস্থানের পর্ষদ, সংস্থানের কার্যাবলীর সাধারণ অধীক্ষণ, নির্দেশন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং উহার, ৬ ধারায় বিনির্দিষ্ট সংস্থানের উদ্দেশ্যসমূহ সাধন করিবার লক্ষ্যে সংস্থানের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণকারী প্রনিয়মাবলী রচনা বা সংশোধন বা সংপরিবর্তন বা খারিজ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) (১) উপধারার বিধানাবলীকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া পর্ষদের নিম্নলিখিত ক্ষমতাসমূহ থাকিবে, যথা :-

(ক) সংস্থানের প্রশাসন এবং কার্যকরণ সংক্রান্ত নীতিগত প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

(খ) সংস্থানের বার্ষিক বাজেট প্রাককলন পরীক্ষা ও অনুমোদন করা;

(গ) সংস্থানের উন্নয়নের পরিকল্পনা পরীক্ষা ও অনুমোদন করা এবং ঐরূপ পরিকল্পনা রূপায়ণকল্পে অর্থসংস্থানের উৎসসমূহকে চিহ্নিত করা;

(ঘ) সংস্থানে বিভাগসমূহ, অনুষদ অথবা অধ্যয়ন-চর্চা কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা এবং কর্মসূচী বা পাঠক্রম প্রবর্তন করা;

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকারকে সংজ্ঞাপনক্রমে দেশের মধ্যে পরিচালনতন্ত্র অধ্যয়ন এবং তৎসম্বন্ধী ক্ষেত্রে কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা;

(চ) ডিগ্রী, ডিপ্লোমা এবং অন্যান্য শিক্ষাগত সাম্মানিক-স্বীকৃতি বা উপাধি প্রদান করা এবং গবেষণা-বৃত্তি, অধ্যয়ন-বৃত্তি, পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন ও প্রদান করা ;

(ছ) প্রনিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ প্রণালীতে সাম্মানিক ডিগ্রী অর্পণ করা;

(জ) সাম্মানিক খেতাব এবং অন্যান্য সাম্মানিক-স্বীকৃতি প্রদান করা;

(ঝ) শিক্ষাবিষয়ক, প্রশাসনিক, প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য পদ সৃষ্টি করা এবং উহাতে নিয়োগ করা:

তবে ঐরূপ পদসমূহে ক্যাডার, বেতনক্রম, ভাতা এবং নিয়োজনের শর্তাবলী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ হইবে;

(ঞ) প্রনিয়মাবলী দ্বারা, ঐরূপ পদসমূহের সংখ্যা এবং উপলভ্য নির্ধারণ করা এবং শিক্ষাবিষয়ক, প্রশাসনিক, প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য কর্মিবর্গের কর্তব্যসমূহ এবং চাকরির শর্তাবলী পরিভাষিত করা;

(ট) ভারতের বাহিরে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নিবদ্ধ নির্দেশিকা অনুসারে এবং ঐরূপ বৈদেশিক রাষ্ট্রে তৎসময়ে বলবৎ বিধিসমূহের বিধানাবলী অনুসারে পরিচালনতন্ত্র এবং এতৎসম্বন্ধী ক্ষেত্রে অধ্যয়ন কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা;

(ঠ) প্রনিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ কৃতিপ্রদর্শনের লক্ষ্যসমূহের ভিত্তিতে সংস্থানের অধিকর্তাকে পরিবর্তনযোগ্য বেতন প্রদান করা;

(ড) প্রনিয়মাবলী দ্বারা, সংস্থানে পাঠক্রম এবং পরীক্ষার জন্য যে ফীসমূহ প্রভারিত হইবে তাহা বিনির্দিষ্ট করা;

(ঢ) প্রনিয়মাবলী দ্বারা, শিক্ষণ বিভাগ গঠনের প্রণালী বিনির্দিষ্ট করা;

(ণ) প্রনিয়মাবলী দ্বারা, গবেষণা-বৃত্তি, অধ্যয়ন-বৃত্তি, ছাত্র সহায়তা-বৃত্তি, পদক ও পুরস্কারের প্রবর্তন বিনির্দিষ্ট করা;

(ত) প্রনিয়মাবলী দ্বারা, সংস্থানের শিক্ষাবিষয়ক, প্রশাসনিক, প্রযুক্তিগত এবং অন্য কর্মিবর্গের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শ্রেণীবিভাজন, পদমেয়াদ এবং নিয়োগ পদ্ধতি বিনির্দিষ্ট করা;

(থ) প্রনিয়মাবলী দ্বারা, শিক্ষাবিষয়ক, প্রশাসনিক, প্রযুক্তিগত এবং অন্য কর্মিবর্গের হিতার্থে পেনশন, বীমা ও ভবিষ্যনিধির গঠন বিনির্দিষ্ট করা;

(দ) প্রনিয়মাবলী দ্বারা, ভবনসমূহের স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিনির্দিষ্ট করা;

(ধ) প্রনিয়মাবলী দ্বারা, সংস্থানের ছাত্রগণের বসবাসের শর্তাবলী এবং ছাত্রনিবাস ও ছাত্রাবাসে বসবাসের জন্য ফী উদ্‌গ্রহণ ও অন্যান্য প্রভার বিনির্দিষ্ট করা;

(ন) প্রনিয়মাবলী দ্বারা, পর্ষদের আদেশ ও সিদ্ধান্ত প্রমাণীকরণের প্রণালী বিনির্দিষ্ট করা;

(প) প্রনিয়মাবলী দ্বারা, পর্ষদ, অধিবিদ্য পরিষদ বা কোন কমিটির সভার কোরাম এবং উহাদের কার্যচালনায় অনুসরণীয় প্রক্রিয়াসমূহ বিনির্দিষ্ট করা;

(ফ) প্রনিয়মাবলী দ্বারা, সংস্থানের আর্থিক দায়বদ্ধতা বিনির্দিষ্ট করা; এবং

(ব) এই আইন বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা তদুপরে যেরূপ অর্পিত বা আরোপিত হইবে সেরূপ অন্য ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করা ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করা।

(৩) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পর্ষদ যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন, উহার সেরূপ ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ প্রনিয়মাবলী দ্বারা অধিকর্তাকে প্রত্যভিযোজিত করিতে পারিবেন।

(৪) পর্ষদ সংস্থানের উদ্দেশ্যসাধন প্রসঙ্গে অধিকর্তার কৃতির বার্ষিক পুনর্বিলোকন করিবেন :

তবে ঐরূপ পুনর্বিলোকন পর্ষদ কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ পরিশর্ত, কালমাত্রা এবং বিচার্যবিষয়ের নিরিখে সংস্থানের অনুষদীয় সদস্যগণের কৃতির পুনর্বিলোকনকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে।

(৫) পর্ষদ, সংস্থান নিগমবদ্ধ হইবার তারিখ হইতে তিন বৎসর সময়সীমার মধ্যে এবং তৎপরবর্তীকাল প্রতি তিন বৎসর অন্তর অন্ততঃ একবার, স্বতন্ত্র কোন এজেন্সি বা বিশেষজ্ঞ দলের মাধ্যমে, সংস্থানসমূহের দীর্ঘমেয়াদি নীতিকৌশল এবং আবর্তমান পরিকল্পনার পরিশর্তে এবং পর্ষদ যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ অন্যবিধ পরিশর্তে, অনুষদ সমেত সংস্থানসমূহের কৃতিকর্মের মূল্যায়ন ও পুনর্বিলোকন করিবেন এবং ঐরূপ পুনর্বিলোকনের প্রতিবেদন জনসমক্ষে স্থাপন করা হইবে।

(৬) (৫) উপধারায় উল্লিখিত স্বতন্ত্র এজেন্সি বা বিশেষজ্ঞ দলের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং বাছাই প্রণালী, প্রনিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ হইবে।

(৭) (৫) উপধারা অনুযায়ী মুল্যায়ন ও পুনর্বিলোকনের প্রতিবেদন, তৎসম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থার একটি প্রতিবেদন সহ, পর্ষদ কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশকৃত হইবে।

(৮) যেক্ষেত্রে চেয়ারপার্সন বা অধিকর্তার অভিমতে পরিস্থিতি এতই জরুরি যে সংস্থানের স্বার্থে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যক সেক্ষেত্রে, চেয়ারপার্সন, অধিকর্তার সহিত পরামর্শক্রমে, তাঁহার অভিমতের হেতু অভিলিখিত করিয়া যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ আদেশ দিতে পারিবেন :

তবে ঐরূপ আদেশ পর্ষদ কর্তৃক অনুসমর্থনের জন্য পরবর্তী সভায় পেশ করিতে হইবে।

(৯) পর্ষদ এই আইন অনুযায়ী তদীয় ক্ষমতা প্রয়োগে ও কৃত্যসমূহ নির্বাহে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন।

পর্ষদের সদস্যগণের পদমেয়াদ, তাঁহাদের মধ্যে পদশূন্যতা এবং তাঁহাদের প্রদেয় ভাতাসমূহ।

১২। (১) এই ধারায় অন্যথা যেরূপ ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতীত, চেয়ারপার্সন বা পদাধিকারবলে সদস্য ব্যতীত পর্ষদের অন্য সদস্যের পদমেয়াদ, তাঁহার নিয়োগ বা মনোনয়নের তারিখ হইতে চার বৎসর হইবে :

তবে ১১ ধারার (২) উপধারার (ঙ) প্রকরণ অনুযায়ী মনোনীত কোন সদস্যের পদমেয়াদ তাঁহার মনোনয়ন হইতে দুই বৎসর হইবে :

পরন্তু চেয়ারপার্সন বা পদাধিকারবলে সদস্য ব্যতীত পর্ষদের অন্য কোন সদস্য দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নিযুক্ত বা মনোনীত হইতে পারিবেন :

অধিকন্তু চেয়ারপার্সন বা পদাধিকারবলে সদস্য ব্যতীত পর্ষদের অন্য কোন সদস্য ক্রমান্বয়ে দুইটির অধিক মেয়াদের জন্য নিযুক্ত বা মনোনীত হইবেন না।

(২) কোন পদাধিকারবলে সদস্যের পদমেয়াদ ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে যতদিন পর্যন্ত তিনি যে পদের বলে পর্ষদের সদস্য হইয়াছেন সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের মনোনীতক ব্যতীত পর্ষদের কোন সদস্য যিনি চেয়ারপার্সনের অনুমতি ছাড়াই ক্রমান্বয়ে পর্ষদের তিনটি সভায় উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হন, তিনি আর পর্ষদের সদস্য থাকিবেন না।

(৪) কোন সদস্যের আকস্মিক শূন্যপদ ১০ ধারার বিধানাবলী অনুসারে পূরণ করা হইবে।

(৫) কোন আকস্মিক শূন্যপদ পূরণের জন্য মনোনীত কোন সদস্যের পদমেয়াদ, যে সদস্যের স্থলে তিনি ঐরূপে মনোনীত হইয়াছেন তাঁহার পদের অবশিষ্টাংশের জন্য অব্যাহত থাকিবে।

(৬) পর্ষদের সদস্যগণ, পর্ষদের সভায় উপস্থিতির জন্য প্রনিয়মাবলীতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ ভাতাসমূহের অধিকারী হইবেন।

(৭) পর্ষদ অন্ততঃ প্রতি তিন মাস অন্তর একবার মিলিত হইবেন।

চেয়ারপার্সনের পদত্যাগ।

১৩। চেয়ারপার্সন পর্ষদের উদ্দেশে স্বস্বাক্ষরিত নোটিস দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

অধিবিদ্য পরিষদ।

১৪। (১) অধিবিদ্য পরিষদ প্রত্যেক সংস্থানের প্রধান অধিবিদ্য সংস্থা হইবে এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইবে যথা :-

(ক) সংস্থানের অধিকর্তা যিনি অধিবিদ্য পরিষদের চেয়ারপার্সন হইবেন;

(খ) শিক্ষা, গবেষণা, ছাত্রছাত্রী সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং সংস্থানের এরূপ অন্য কৃত্যসমূহের ভারপ্রাপ্ত ডীন;

(গ) সংস্থানের পাঠ্যক্ষেত্র বা কর্মসূচীর চেয়ার পদধারী, অনুষদ বা অধ্যয়ন-চর্চা কেন্দ্র বা কেন্দ্র বা বিভাগসমূহের প্রধান বা সমন্বয়কারী;

(ঘ) অধ্যাপক স্তরের সকল পূর্ণ সময়ের অনুষদীয় সদস্য এবং পর্ষদ কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ সংখ্যক পূর্ণ সময়ের অন্যান্য অনুষদীয় সদস্য;

(ঙ) অধিকর্তার সুপারিশে পর্ষদ কর্তৃক আমন্ত্রিত এরূপ সদস্যগণ, যাঁহারা শিল্প, অর্থসংক্রান্ত, পরিচালনতন্ত্র, জন প্রশাসন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব;

(২) কোন পদাধিকারবলে সদস্যের পদমেয়াদ, যতদিন পর্যন্ত তিনি যে পদের বলে ঐরূপ সদস্য হইয়াছেন সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

(৩) (১) উপধারার (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী মনোনীত সদস্যের পদমেয়াদ তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসর হইবে।

অধিবিদ্য পরিষদের ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ।

১৫। (১) অধিবিদ্য পরিষদ নিম্নলিখিত কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবে যথা :-

(ক) সংস্থান কর্তৃক প্রস্থাপিত অধ্যয়নের পাঠক্রম ও কর্মসূচীতে ভর্তির জন্য মানদণ্ড ও প্রক্রিয়া বিনির্দিষ্ট করা;

(খ) কর্মসূচী তথা পাঠক্রমে শৈক্ষণিক বিষয়বস্তু বিনির্দিষ্ট করা এবং তন্মধ্যে সংপরিবর্তনের ভারগ্রহণ করা;

(গ) শিক্ষা পঞ্জি, পরীক্ষা পরিচালনাসংক্রান্ত নির্দেশিকা বিনির্দিষ্ট করা এবং ডিগ্রী ডিপ্লোমা এবং অন্যান্য শিক্ষাগত সাম্মানিক-স্বীকৃতি ও উপাধি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা।

(২) অধিবিদ্য পরিষদ এই আইন বা প্রনিয়মাবলী দ্বারা বা পর্ষদ কর্তৃক তদুপরে যেরূপ অর্পিত হইবে সেরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ও কৃত্য সম্পাদন করিবেন।

অধিকর্তা।

১৬। (১) অধিকর্তা, সংস্থানের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক হইবেন এবং তিনি সংস্থানের নেতৃত্ব প্রদান করিবেন এবং পর্ষদের সিদ্ধান্তসমূহ কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) অধিকর্তা, যেরূপ বিহিত হইবে চাকরির সেরূপ শর্ত ও কড়ারে পর্ষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) অধিকর্তা, পর্ষদ কর্তৃক, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত অন্বেষণ-তথা-বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত নামসূচীর মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন :-

(ক) পর্ষদের চেয়ারপার্সন, যিনি অন্বেষণ-তথা-বাছাই কমিটির চেয়ারপার্সন হইবেন;

(খ) বিশিষ্ট প্রশাসক, শিল্পপতি, শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ এবং পরিচালন বিশেষজ্ঞদের মধ্য হইতে নির্বাচিত তিনজন সদস্য :

তবে যেক্ষেত্রে পর্ষদ অন্বেষণ-তথা-বাছাই কমিটির সুপারিশে সন্তুষ্ট না হন সেক্ষেত্রে, উহা অন্বেষণ-তথা-বাছাই কমিটিকে নূতনরূপে সুপারিশ করিতে বলিতে পারিবেন।

(৪) অধিকর্তা, এই আইন বা নিয়মাবলী অনুযায়ী তাঁহাকে যেরূপ সমনুদেশিত করা হইবে অথবা পর্ষদ কর্তৃক তাঁহাকে যেরূপ প্রত্যভিযোজিত করা হইবে সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবেন :

তবে তদীয় ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনকালে অধিকর্তাকে যে মানদণ্ড অনুসরণ করিতে হইবে, পর্ষদ তাহা নিবদ্ধ করিতে পারিবেন যাহার বার্ষিক মূল্যায়ন পর্ষদ কর্তৃক কৃত হইবে এবং যদি পর্ষদের এই অভিমত হয় যে ঐরূপ মানদণ্ড অনুসরণ করা হয় নাই তাহাহইলে পর্ষদ, অধিকর্তাকে তাঁহার বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদানের পর (৭) উপধারা অনুযায়ী ঐ অধিকর্তার অপসারণের জন্য ব্যবস্থা সূচিত করিতে পারিবেন।

(৫) অধিকর্তা, পদত্যাগ বা অপসারণ জনিত কারণে ব্যতীত, যে তারিখ হইতে তিনি পদাসীন হন সেই তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য পদাধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৬) অধিকর্তা, চেয়ারপার্সন মারফত পর্ষদের উদ্দেশে স্বস্বাক্ষরিত লিখিত নোটিস দ্বারা যেকোন সময়ে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৭) পর্ষদ এরূপ কোন অধিকর্তাকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন যিনি -

(ক) দেউলিয়ারূপে বিচার-নির্ণীত হইয়াছেন; বা

(খ) এরূপ অপরাধে দোষসিদ্ধ হইয়াছেন, যাহার সহিত পর্ষদের অভিমতে, নৈতিক দুশ্চারিত্র্য জড়িত; বা

(গ) অধিকর্তারূপে কার্য করিতে শারীরিক বা মানসিকভাবে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন; বা

(ঘ) এরূপ আর্থিক বা অন্যপ্রকার স্বার্থ অর্জন করিয়াছেন, যাহা অধিকর্তারূপে তাঁহার কৃত্যকরণকে সম্ভাব্যতঃ প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করিতে পারে; বা

(ঙ) তাঁহার পদমর্যাদার এরূপ অপব্যবহার করিয়াছেন বা এরূপে নিজেকে চালিত করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার পদে থাকিয়া যাওয়া জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া পড়িয়াছে :

তবে অধিকর্তাকে, পর্ষদ কর্তৃক দায়েরকৃত কোন অনুসন্ধানে তৎবিরুদ্ধে আনীত আরোপসমূহ সম্পর্কে অবগত করাইবার এবং ঐরূপ আরোপসমূহ সম্পর্কে তাঁহাকে তাঁহার বক্তব্য শুনাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদানের পর পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা ব্যতীত তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না।

(৮) যেক্ষেত্রে অধিকর্তার পদ, কার্যকাল পূর্ণ হইবার দরুন শূন্য হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রে, পর্ষদ ঐরূপ পদশূন্যতা ঘটিবার নয় মাস পূর্ব হইতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সূচিত করিবেন।

(৯) যেক্ষেত্রে যেকোন কারণবশতঃ অধিকর্তার পদ শূন্য হইয়া পড়ে সেক্ষেত্রে,পর্ষদ, নিয়মিত অধিকর্তা নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংস্থানের জ্যেষ্ঠতম অনুষদীয় সদস্যকে ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তারূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন :

তবে যদি জ্যেষ্ঠতম অনুষদীয় সদস্য ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছুক না হন তাহাহইলে, তাঁহার পরের জ্যেষ্ঠতম ইচ্ছুক অনুষদীয় সদস্যকে ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তারূপে নিয়োগ করা যাইবে।

অনুসন্ধানের সূচনা।

১৭। (১) পর্ষদ, এরূপ কোন সংস্থান যাহা এই আইনের বিধানাবলী ও লক্ষ্যসমূহ অনুসারে কৃত্য করিতেছে না তৎবিরুদ্ধে, যেরূপ উপযুক্ত গণ্য হইবে সেরূপ কোন অনুসন্ধান সূচিত করিতে পারিবেন :

তবে ঐরূপ কোন অনুসন্ধান হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(২) পর্ষদ, ঐরূপ অনুসন্ধানের নিষ্কর্ষের উপর ভিত্তি করিয়া অধিকর্তাকে অপসারিত করিতে পারিবেন অথবা যেরূপ উপযুক্ত গণ্য হইবে সেরূপ অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং ঐ সংস্থান যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ঐরূপ নির্দেশাবলী পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

অভিলেখ ইত্যাদির অভিরক্ষাকারী।

১৮। পর্ষদ, সংস্থানের কোন আধিকারিক বা আধিকারিকগণকে সংস্থানের অভিলেখসমূহ, সাধারণ সীলমোহর, তহবিল ও অন্য কোন সম্পত্তির অভিরক্ষাকারীরূপে নামোদ্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

সমিতির সদস্যগণের ভূমিকা।

১৯। তফসিলে (৩)য় স্তম্ভের অধীনে ক্রমিক নং ২ ও ৩-এ উল্লিখিত সমিতিসমূহের সদস্যগণকে তৎস্থানী সংস্থানসমূহের নিজ নিজ পর্ষদ, উহাকে পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদানের জন্য তৎপক্ষে গৃহীত সংকল্প দ্বারা নিয়োজিত করিতে পারিবেন।

কমিটিসমূহ এবং অন্যান্য প্রাধিকার।

২০। (১) পর্ষদ, প্রনিয়মাবলী দ্বারা সংস্থানের কমিটিসমূহ এবং অন্যান্য প্রাধিকার গঠন করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেক কমিটি ও প্রাধিকারের কর্তব্যসমূহ ও কৃত্যসমূহ বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

(২) পর্ষদ, সংস্থানের কার্যাবলীর যথাযথ পরিচালনের জন্য যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ তদর্থক কমিটিসমূহ গঠন করিতে পারিবেন।

অধ্যায় ৪

হিসাব ও নিরীক্ষা

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুদান।

২১। সংস্থানগুলিকে এই আইন অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে তদীয় কৃত্যসমূহ নিষ্পাদন করিতে সমর্থ করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা এতৎপক্ষে কৃত যথাযথ উপযোজনের পর, প্রত্যেক সংস্থানকে, উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ অর্থাঙ্ক সেরূপ প্রণালীতে প্রদান করিবেন।

সংস্থানের তহবিল।

২২। (১) প্রত্যেক সংস্থান একটি তহবিল রক্ষণ করিবে যাহাতে জমা হইবে–

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার, কর্তৃক প্রদত্ত সকল অর্থ;

(খ) সংস্থান কর্তৃক প্রাপ্ত সকল ফী ও অন্যান্য প্রভার;

(গ) সংস্থান কর্তৃক অনুদান, উপহার, দান, উপকৃতি, উইলপত্রে-দান বা হস্তান্তরণস্বরূপ প্রাপ্ত সকল অর্থ;

(ঘ) সংস্থান কর্তৃক গবেষণাকার্য পরিচালনার বা তৎকর্তৃক প্রদত্ত উপদেশমূলক বা পরামর্শমূলক পরিষেবার দরুন উদ্ভূত মেধা সম্পদের সদ্ব্যবহার হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ; এবং

(ঙ) সংস্থান কর্তৃক অন্য কোন প্রণালীতে বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ।

(২) প্রত্যেক সংস্থানের তহবিলে জমা করা সব অর্থ পর্ষদ কর্তৃক প্রনিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ নিবদ্ধ হইবে সেরূপ ব্যাঙ্কে জমা করা হইবে বা সেরূপ প্রণালীতে বিনিয়োগ করা হইবে।

(৩) প্রত্যেক সংস্থান, সংস্থানের দীর্ঘকালীন অবিচ্ছিন্নধারা বজায় রাখিবার জন্য একটি সংকলিত তহবিল সৃষ্টি করিবেন যে তহবিলে, কেন্দ্রীয় সরকার ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১-র বিধানাবলী অনুসারে যেরূপ প্রজ্ঞাপিত করিবেন সংস্থানের মোট আয়ের সেই শতাংশ অর্থ এবং ঐরূপ সংকলিত তহবিলের জন্য বিনির্দিষ্টরূপে কৃত সেরূপ দান জমা করা হইবে : ১৯৬১-র ৪৩।

তবে পর্ষদ, বিনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, উৎসর্জন তহবিলও সৃষ্টি করিতে পারিবেন যাহাতে বিনির্দিষ্টরূপে দান করা যাইবে।

(৪) কোন সংস্থানের তহবিল প্রনিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ প্রণালীতে ও সেরূপ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবে।

হিসাব ও নিরীক্ষা।

২৩। (১) প্রত্যেক সংস্থান, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের সহিত পরামর্শক্রমে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ ফরমে এবং হিসাবরক্ষণের সেরূপ মানানুসারে, আয় ও ব্যয়ের বিবৃতি, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং বিনিয়োগসমূহ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অভিলেখ বিনির্দিষ্ট করিয়া অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত বিবৃতি সমেত যথাযথ হিসাবপত্র রক্ষণ করিবেন এবং উদ্বর্তপত্র সমেত বার্ষিক হিসাব বিবৃতি প্রস্তুত করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে সংস্থানের আয় ও ব্যয়ের বিবৃতি এবং উদ্বর্তপত্র হিসাবরক্ষণের মানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ না হয় সেক্ষেত্রে, সংস্থান উহার আয় ও ব্যয়ের বিবৃতি তথা উদ্বর্তপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশ করিবেন, যথা :–

(ক) হিসাবরক্ষণের মান হইতে ব্যত্যয়;

(খ) ঐরূপ ব্যত্যয়ের কারণসমূহ; এবং

(গ) ঐরূপ ব্যত্যয়ের দরুন উদ্ভূত কোন আর্থিক প্রভাব, যদি থাকে, তাহা।

(৩) প্রত্যেক সংস্থানের হিসাবপত্র ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে এবং ঐরূপ নিরীক্ষা সম্পর্কে নিরীক্ষক দল কর্তৃক নির্বাহিত কোন ব্যয় সংস্থান কর্তৃক ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষককে প্রদেয় হইবে।

(৪) ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক এবং তৎকর্তৃক সংস্থানের হিসাব নিরীক্ষা সম্পর্কে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির, ঐরূপ নিরীক্ষা সম্পর্কে, সরকারী হিসাব নিরীক্ষার ক্ষেত্রে, ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের যেরূপ অধিকার, বিশেষাধিকার এবং প্রাধিকার থাকে, সেইরূপই থাকিবে এবং বিশেষতঃ সংস্থানের বহি, হিসাব, সংশ্লিষ্ট প্রমাণক এবং অন্যান্য দস্তাবেজ ও কাগজপত্রের উপস্থাপন দাবি করিবার এবং সংস্থানের কার্যালয় পরিদর্শন করিবার অধিকার থাকিবে।

(৫) ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক বা তৎকর্তৃক এতৎপক্ষে নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক যথা-শংসিত সংস্থানের হিসাবপত্র এবং তৎসহ তৎসম্পর্কিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বার্ষিকভাবে প্রেরিত হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার, তৎকর্তৃক যেরূপ নিবদ্ধ হইবে সেরূপ প্রক্রিয়া অনুসারে উহা সংসদের উভয় সদনের সমক্ষে স্থাপন করাইবেন।

সংস্থান কর্তৃক হিসাবপত্রের বহিসমূহ রক্ষিত হইবে।

২৪। প্রত্যেক সংস্থান নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে যথাযথরূপে সদ্যতন হিসাবপত্রের বহিসমূহ রক্ষণ করিবে —

(ক) তৎকর্তৃক প্রাপ্ত ও ব্যয়িত সকল অর্থাঙ্ক এবং যে যে বিষয় সম্পর্কে ঐরূপ প্রাপ্তি ও ব্যয় হইয়াছে;

(খ) সংস্থানের পরিসম্পদ ও দায়িতাসমূহ;

(গ) সংস্থানের অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তিসমূহ।

ব্যাখ্যা। - এই ধারার প্রয়োজনে, যদি হিসাব বহি, সংস্থানের কার্যকলাপের স্থিতি এবং উহার সংব্যবহারের একটি যথার্থ ও সঠিক চিত্র প্রকাশ করে তাহাহইলে, উহা, তন্মধ্যে বিনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে যথাযথ হিসাবের বহিরূপে গণ্য হইবে।

নিরীক্ষক নিয়োগ।

২৫। (১) প্রত্যেক সংস্থানের পর্ষদ, প্রত্যেক আর্থিক বর্ষ সমাপ্তির পূর্বে এবং কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর-জেনরল্‌স (ডিউটিজ পাওয়ার অ্যান্ড কন্ডিশন্‌স্ অফ সার্ভিস) অ্যাক্ট, ১৯৭১-এ অন্তর্ভূত বিধানাবলী অথবা সংস্থানসমূহ কর্তৃক হিসাবপত্রের নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিধানাবলীকে অন্তর্ভুক্তকারী তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ সংস্থানের উদ্বর্তপত্র তথা আয় এবং ব্যয়ের বিবৃতি সমীক্ষা করিবার জন্য উহা যেরূপ যথাযোগ্য মনে করিবেন, সেরূপ পারিশ্রমিকে, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক সমেত নিরীক্ষকগণকে নিযুক্ত করিবেন: ১৯৭১-এর ৫৬।

তবে পর্ষদ প্রতি চার বৎসর অন্তর নিরীক্ষক বদল করিবেন।

(২) প্রত্যেক সংস্থানের পর্ষদ, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ঝুঁকি- ব্যবস্থাপন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কার্যকারিতা সম্পর্কে পর্ষদকে বিশেষজ্ঞীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি নিরীক্ষা কমিটি গঠন করিবেন।

(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত নিরীক্ষকের বা তৎকর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তির, সংস্থানের প্রশাসন বা কৃত্যসমূহ সংশ্লিষ্ট বা তৎসংক্রান্ত কোন বিষয়ে, অর্থসম্বন্ধী বা অন্য কোনরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ থাকিবে না।

অধিকর্তার বার্ষিক প্রতিবেদন।

২৬। (১) প্রত্যেক সংস্থানের পর্ষদের সমক্ষে ২৭ ধারা অনুযায়ী স্থাপিত প্রতিটি হিসাবপত্রের বিবৃতির সহিত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অধিকর্তার একটি প্রতিবেদন সংলগ্নকৃত হইবে —

(ক) ঐরূপ সংস্থানের কার্যকলাপের স্থিতি;

(খ) উহার উদ্বর্তপত্রে, কোন উদ্বৃত্ত সঞ্চিতিকল্পে লইয়া যাইবার জন্য তৎকর্তৃক প্রস্তাবিত কোন অর্থপরিমাণসমূহ, যদি থাকে, তাহা;

(গ) নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে, যে মাত্রায় ব্যয়ের তুলনায় উদ্বৃত্ত আয়ের অথবা আয়ের তুলনায় ব্যয়ের ঘাটতির ঊনবিবৃতি বা অতিবিবৃতি উপদর্শিত হইয়াছে এবং ঐরূপ ঊনবিবৃতি বা অতিবিবৃতির কারণসমূহ;

(ঘ) সংস্থান কর্তৃক গৃহীত গবেষণা প্রকল্পসমূহ, পর্ষদ কর্তৃক যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ মান অনুসারে কতটা ফলপ্রসূ, তাহা;

(ঙ) সংস্থানের আধিকারিক এবং অনুষদীয় সদস্যগণের নিয়োগ;

(চ) সংস্থান কর্তৃক স্থাপিত শিক্ষণ, গবেষণা ও জ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নবপ্রবর্তনের প্রকৃতি সমেত কৃতির সূচক এবং অভ্যন্তরীণ মান।

(২) অধিকর্তার প্রতিবেদনে, সংস্থানের অনুষদীয় সদস্য এবং অন্যান্য কর্মচারী সমেত এরূপ পাঁচজন আধিকারিক যাঁহারা ঐ আর্থিক বর্ষে (ঐরূপ কর্মচারিগণকে প্রদত্ত ভাতাসমূহ এবং অন্যপ্রকার অর্থপ্রদান সহ) সর্বাধিক পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম এবং ঐ আর্থিক বর্ষে ঐরূপ কর্মচারির অবদান দর্শাইয়া একটি বিবৃতি অন্তর্ভূত থাকিবে।

(৩) (২) উপধারায় উল্লিখিত বিবৃতিতে ঐরূপ কোন কর্মচারী সংস্থানের পর্ষদের বা অধিবিদ্য পরিষদের কোন সদস্যের আত্মীয় কি না তাহা এবং যদি তাহাই হয় সেক্ষেত্রে, ঐ সদস্যের নাম এবং পর্ষদ কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ অন্য বিশেষ বিবরণসমূহ উপদর্শিত হইবে।

(৪) অধিকর্তা, (১) উপধারায় উল্লিখিত প্রতিবেদনে, নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে অন্তর্ভূত প্রত্যেক প্রচ্ছন্ন আপত্তি, শর্তসীমা বা বিরূপ মন্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য এবং ব্যাখ্যা দিতেও বাধ্য থাকিবেন।

পর্ষদ হিসাব বিবৃতি বিবেচনা করিবেন।

২৭। (১) হিসাব বিবৃতি ও তদন্তর্গত উদ্বর্তপত্র এবং আয় ও ব্যয়ের বিবৃতি, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, অধিকর্তার প্রতিবেদন এবং ঐরূপ বিবৃতির সহিত সংলগ্ন করিবার বা জুড়িয়া দিবার জন্য অনুজ্ঞাত অন্যান্য দস্তাবেজ, সংশ্লিষ্ট সংস্থানের পর্ষদের, আর্থিক বর্ষের সমাপ্তি হইতে তিন মাসের পরে নহে এরূপ সভায় পর্ষদের সমক্ষে আনীত হইবে।

(২) (১) উপধারায় উল্লিখিত হিসাব বিবৃতির প্রত্যেক প্রতিলিপি সভার তারিখ হইতে অন্যূন একুশ দিন পূর্বে পর্ষদের প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরিত হইবে।

(৩) (১) উপধারায় উল্লিখিত হিসাব বিবৃতি পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, সংস্থানের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হইবে।

সংস্থানের বার্ষিক প্রতিবেদন।

২৮। (১) প্রত্যেক সংস্থানের বার্ষিক প্রতিবেদন পর্ষদের নির্দেশাধীনে প্রস্তুত করা হইবে এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সংস্থান কর্তৃক উহার উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ এবং ঐরূপ সংস্থানে গৃহীত গবেষণাকার্যের ফলাফল ভিত্তিক মূল্যনিরূপণ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা।-এই উপধারার প্রয়োজনে "গবেষণাকার্যের ফলাফল ভিত্তিক মূল্যনিরূপণ" এই কথাটি বলিতে পরিচালিত গবেষণাকার্যের বিশদীকরণ ও বিশ্লেষণ এবং ঐরূপ গবেষণাকার্যের গুণগত ও মাত্রিক ফলাফল ও তৎসহ তজ্জনিত প্রভাবের বিষয় এবং সামাজিক পরিণাম বুঝায়;

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন, পর্ষদ কর্তৃক যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ তারিখে বা তৎপূর্বে পর্ষদের সমক্ষে পেশ করা হইবে যাহা তদীয় সভায় ঐ প্রতিবেদন সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন।

(৩) বার্ষিক প্রতিবেদন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, সংস্থানের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হইবে।

(৪) প্রত্যেক সংস্থানের বার্ষিক প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের সমক্ষে পেশকৃত হইবে এবং ঐ সরকার, যথাসম্ভব শীঘ্র উহা সংসদের উভয় সদনের সমক্ষে স্থাপন করাইবেন।

অধ্যায় ৫

সমন্বয় মঞ্চ

সমন্বয় মঞ্চ স্থাপন।

২৯। (১) কেন্দ্রীয় সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতৎপক্ষে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেই তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ সকল সংস্থানের জন্য একটি সমন্বয় মঞ্চ স্থাপিত হইবে।

(২) সমন্বয় মঞ্চ নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা :–

(ক) সমন্বয় মঞ্চ কর্তৃক যথাগঠিত অন্বেষণ-তথা-বাছাই কমিটি কর্তৃক চেয়ারপার্সনরূপে বাছাইকৃত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি :

তবে সমন্বয় মঞ্চ চেয়ারপার্সন নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নিজ সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে চেয়ারপার্সনরূপে কার্য করিবার জন্য বাছাই করিতে পারিবেন;

(খ) পরিচালন শিক্ষার উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ভারত সরকারের সচিব, সদস্য-পদাধিকারবলে;

(গ) পর্যায়ক্রমে, প্রতি বৎসর, সংস্থানসমূহ যথায় অবস্থিত সেই রাজ্য সরকারের পরিচালন শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত দুইজন সচিব সদস্য-পদাধিকারবলে;

(ঘ) পর্যায়ক্রমে দুই বৎসরের জন্য, সমন্বয় মঞ্চের চেয়ারপার্সন কর্তৃক মনোনীত হইবেন সংস্থানসমূহের এরূপ চারজন চেয়ারপার্সন ;

(ঙ) প্রত্যেক সংস্থানের অধিকর্তা, সদস্য-পদাধিকারবলে;

(চ) সমন্বয় মঞ্চ কর্তৃক গঠিত কোন উপ-কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত হইবেন শিক্ষাজগতের বা জনসেবা ক্ষেত্রের এরূপ পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁহাদের মধ্যে অন্তত একজন মহিলা হইবেন।

(৩) (২) উপধারার (চ) প্রকরণে উল্লিখিত কোন সদস্যের পদমেয়াদ তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর হইবে।

(৪) সমন্বয় মঞ্চের অ-সরকারী সদস্যগণ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ভ্রমণ ও অন্য ভাতাসমূহের অধিকারী হইবেন।

(৫) যে আয়োজক সংস্থানে সমন্বয় মঞ্চের সভা অনুষ্ঠিত হইবে সেই আয়োজক সংস্থানের অধিকর্তা সমন্বয় মঞ্চের সদস্য সচিব হইবেন এবং নূতন কোন আয়োজক সংস্থান বাছাইকৃত না হওয়া পর্যন্ত সদস্য-সচিব থাকিয়া যাইবেন।

সমন্বয় মঞ্চের কৃত্যসমূহ।

৩০। (১) সমন্বয় মঞ্চ সকল সংস্থানের কৃতির উন্নতিবর্ধনের উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতা, ভাবধারণা এবং তৎসম্পর্কিত ভাবনাচিন্তা ভাগ করিয়া লওয়াকে সহজসাধ্য করিবেন।

(২) (১) উপধারার বিধানাবলীকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সমন্বয় মঞ্চ নিম্নলিখিত কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন, যথা :-

(ক) গবেষণার জন্য এবং তৎসহ তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীগণের এবং সামাজিকভাবে ও শিক্ষাগতভাবে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকবৃন্দের হিতার্থে অধ্যয়ন বৃত্তি প্রবর্তন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করিবেন;

(খ) সংস্থানসমূহের অভিন্ন স্বার্থ সংক্রান্ত এরূপ বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিবেন যাহা কোন সংস্থান কর্তৃক তন্নিকট প্রেষিত হইবে;

(গ) সংস্থানসমূহের কার্যকরণে আবশ্যক সমন্বয়ন ও সহযোগিতা প্রবর্ধন করিবেন;

(ঘ) নীতিগত লক্ষ্য প্রাপ্তি সম্পর্কে পুনর্বিলোকন করিবেন; এবং

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তন্নিকট যেরূপ প্রেষিত হইবে সেরূপ অন্য কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন।

(৩) সমন্বয় মঞ্চ এই ধারা অনুযায়ী উহার কৃত্যসমূহ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেরূপ কমিটিসমূহ গঠন করিতে পারিবেন।

(৪) সমন্বয় মঞ্চের চেয়ারপার্সন সাধারণতঃ সমন্বয় মঞ্চের সভাসমূহে সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে বাছাইকৃত অন্য কোন সদস্য ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) সমন্বয় মঞ্চ (২) উপধারা অনুযায়ী স্বীয় কৃত্যসমূহ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৬) সমন্বয় মঞ্চ প্রত্যেক পঞ্জিবর্ষে অন্ততঃ একবার মিলিত হইবেন।

(৭) সমন্বয় মঞ্চের প্রতি সভায় পরবর্তী সভার যে আয়োজন করিবে সেই আয়োজক সংস্থানকে নির্বাচিত করা হইবে :

তবে কোন সংস্থানই পর পর দুই বৎসরের অধিক সভার আয়োজন করিবেন না।

অধ্যায় ৬

বিবিধ

কার্য ও কার্যবাহ পদশূন্যতা ইত্যাদির দরুন অসিদ্ধ হইবে না।

৩১। কোন সংস্থান বা পর্ষদ বা অধিবিদ্য পরিষদের অথবা এই আইন বা প্রনিয়মাবলী অনুযায়ী স্থাপিত অন্য কোন সংস্থার কোন কার্য কেবল –

(ক) উহার পদশূন্যতা বা গঠনগত ত্রুটির কারণে; বা

(খ) বিষয়গত গুণাগুণকে প্রভাবিত করে না, উহার কার্যবাহে এরূপ কোন অনিয়মিততার কারণে; বা

(গ) উহার সদস্যরূপে কার্য করিতেছেন এরূপ কোন ব্যক্তির নির্বাচন, মনোনয়ন বা নিয়োগে কোন ত্রুটির কারণে

অসিদ্ধ হইবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারকে রিটার্ণ ও তথ্য প্রদান করিতে হইবে।

৩২। প্রত্যেক সংস্থান, কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের সমক্ষে প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে বা নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে যেরূপ অনুজ্ঞাত করিবেন, উহার নীতিসমূহ বা ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত সেরূপ রিটার্ণসমূহ বা অন্য তথ্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

সংস্থান রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী লোক প্রাধিকার হইবে।

৩৩। (১) রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট, ২০০৫-এর বিধানাবলী, সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিতে স্থাপিত সংস্থানসমূহ সমেত প্রত্যেক সংস্থানের ক্ষেত্রে এইভাবে প্রযুক্ত হইবে যেন উহা রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট, ২০০৫-এর ২ ধারার (জ) প্রকরণ অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বা প্রণীত আদেশ দ্বারা স্থাপিত কোন লোক প্রাধিকার। ২০০৫-এর ২২।

(২) (১) উপধারার উল্লিখিত আইন অনুযায়ী জারিকরণের জন্য প্রস্তাবিত প্রত্যেক প্রজ্ঞাপনের বা প্রণয়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রত্যেক আদেশের একটি প্রতিলিপি, খসড়ারূপে সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে, মোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এবং যদি যথাপূর্বোক্ত সত্রের বা আনুক্রমিক সত্রের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ প্রজ্ঞাপনের বা আদেশের জারিকরণ অগ্রাহ্য করিতে একমত হন অথবা উভয় সদন ঐ প্রজ্ঞাপন বা আদেশের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন, তাহাহইলে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ প্রজ্ঞাপন বা আদেশ আদৌ জারিকৃত বা প্রণীত হইবে না অথবা উভয় সদন যেরূপে একমত হইবেন কেবল সেরূপ সংপরিবর্তিত আকারে জারিকৃত বা প্রণীত হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

৩৪। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য, নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ নিয়মাবলী দ্বারা নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা:-

(ক) ১১ ধারার (২) উপধারার (ব) প্রকরণ অনুযায়ী পর্ষদের অন্য ক্ষমতাসমূহ ও কর্তব্যসমূহ;

(খ) ১৬ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী অধিকর্তার চাকরির শর্ত ও কড়ার;

(গ) ২৯ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী সমন্বয় মঞ্চের সদস্যগণকে উহার বা কমিটিসমূহের সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রদেয় ভ্রমণ এবং ঐরূপ অন্য ভাতাসমূহ;

(ঘ) এরূপ অন্য কোন বিষয় যাহা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত করিতে হইবে বা বিহিত হইবে অথবা যাহার সম্পর্কে বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে হইবে।

প্রনিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

৩৫। (১) পর্ষদ, এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রজ্ঞাপন দ্বারা এরূপ প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন যাহা এই আইন ও তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর সহিত অসমঞ্জস হইবে না।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ প্রনিয়মাবলী দ্বারা নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা করা যাইবে যথা :-

(ক) ৫ ধারার (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী বিদ্যমান সংস্থানে কর্মচারিদের কার্যকাল, পারিশ্রমিক এবং শর্ত ও কড়ার;

(খ) ৭ ধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী বিভিন্ন পাঠক্রমে অধ্যয়নার্থীদের ভর্তি করা;

(গ) ১০ ধারার (২) উপধারার (ঙ) প্রকরণ অনুযায়ী নিজ নিজ সংস্থানের অনুষদ হইতে সদস্যগণকে মনোনয়ন করিবার প্রণালী;

(ঘ) ১১ ধারার (২) উপধারার (ছ) প্রকরণ অনুযায়ী সাম্মানিক ডিগ্রী অর্পণ;

(ঙ) ১১ ধারার (২) উপধারার (ঞ) প্রকরণ অনুযায়ী শিক্ষাবিষয়ক, প্রশাসনিক, প্রযুক্তিগত এবং অন্য কর্মিবর্গের পদসংখ্যা, উপলভ্য ও কর্তব্যসমূহ এবং চাকরির শর্তাবলী;

(চ) এরূপ কৃতির লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা যাহার ভিত্তিতে ১১ ধারার (২) উপধারার (ঝ) প্রকরণ অনুযায়ী অধিকর্তাকে পরিবর্তনযোগ্য বেতন প্রদান করা যাইবে;

(ছ) ১১ ধারার (২) উপধারার (ড) প্রকরণ অনুযায়ী সংস্থানে পাঠক্রমের এবং পরীক্ষার জন্য যে ফীসমূহ প্রভারিত হইবে তাহা প্রনিয়মাবলী দ্বারা বিনির্দিষ্ট করা;

(জ) ১১ ধারার (২) উপধারার (ঢ) প্রকরণ অনুযায়ী শিক্ষণ বিভাগসমূহ গঠনের প্রণালী;

(ঝ) ১১ ধারার (২) উপধারার (ণ) প্রকরণ অনুযায়ী গবেষণা-বৃত্তি, অধ্যয়ন-বৃত্তি, ছাত্র সহায়তা-বৃত্তি, পদক ও পুরস্কার প্রবর্তন;

(ঞ) ১১ ধারার (২) উপধারার (ত) প্রকরণ অনুযায়ী সংস্থানে শিক্ষাবিষয়ক, প্রশাসনিক, প্রযুক্তিগত এবং অন্য কর্মিবর্গের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শ্রেণীবিভাজন, পদমেয়াদ এবং নিয়োগ পদ্ধতি;

(ট) ১১ ধারার (২) উপধারার (থ) প্রকরণ অনুযায়ী শিক্ষাবিষয়ক, প্রশাসনিক, প্রযুক্তিগত এবং অন্য কর্মিবর্গের হিতার্থে পেনশন, বীমা ও ভবিষ্যনিধি গঠন;

(ঠ) ১১ ধারার (২) উপধারার (দ) প্রকরণ অনুযায়ী ভবনসমূহের স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ড) ১১ ধারার (২) উপধারার (ধ) প্রকরণ অনুযায়ী সংস্থানের ছাত্রগণের বসবাসের শর্তাবলী এবং ছাত্রনিবাস ও ছাত্রাবাসে বসবাসের জন্য ফীসমূহ এবং অন্য প্রভারসমূহ উদগ্রহণ;

(ঢ) ১১ ধারার (২) উপধারার (ন) প্রকরণ অনুযায়ী পর্ষদের আদেশ ও সিদ্ধান্ত প্রমাণীকরণের প্রণালী;

(ণ) ১১ ধারার (২) উপধারার (প) প্রকরণ অনুযায়ী পর্ষদের, অধিবিদ্য পরিষদ বা কোন কমিটির সভাসমূহ, ঐরূপ সভাসমূহে কোরাম এবং উহাদের কার্যচালনায় যে প্রক্রিয়া অনুসৃত হইবে;

(ত) ১১ ধারার (২) উপধারার (ফ) প্রকরণ অনুযায়ী সংস্থানের আর্থিক দায়বদ্ধতা;

(থ) ১১ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী পর্ষদের ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ অধিকর্তাকে প্রত্যভিযোজন;

(দ) ১১ ধারার (৫) উপধারা অনুযায়ী স্বতন্ত্র এজেন্সি বা বিশেষজ্ঞ দলের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং বাছাই প্রণালী;

(ধ) ১২ ধারার (৬) উপধারা অনুযায়ী সভাসমূহে উপস্থিত থাকিবার জন্য পর্ষদের সদস্যগণের ভাতা;

(ন) ১৫ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী অধিবিদ্য পরিষদের অন্যান্য ক্ষমতা ও কৃত্য;

(প) ১৬ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী অধিকর্তার ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ;

(ফ) ২০ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী সংস্থানের কমিটি ও অন্যান্য প্রাধিকার গঠন এবং উহাদের কর্তব্য ও কৃত্যসমূহ;

(ব) ২১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী প্রত্যেক সংস্থানের তহবিলে জমাকৃত অর্থ জমা বা বিনিয়োগকরণের প্রণালী;

(ভ) ২১ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী সংস্থানের তহবিল প্রয়োগের প্রণালী;

(ম) অন্য এরূপ বিষয় যাহা নিয়মাবলী দ্বারা বিনির্দিষ্ট করিতে হইবে বা করা যাইবে।

অধ্যাদেশসমূহ কিরূপে প্রণীত হইবে।

৩৬। (১) এই ধারায় যেরূপ ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতীত অধ্যাদেশসমূহ অধিবিদ্য পরিষদ কর্তৃক প্রণীত হইবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলী এবং তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী ও প্রনিয়মাবলী সাপেক্ষে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের অধ্যাদেশসমূহ দ্বারা নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা করা যাইবে :-

(ক) সংস্থানে ছাত্র ভর্তি;

(খ) সংস্থানের সকল ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার জন্য যে পাঠক্রমসমূহ নিবদ্ধ করিতে হইবে;

(গ) যে শর্তাবলীর অধীনে ছাত্রদের সংস্থানের ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা পাঠক্রমে এবং পরীক্ষায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে এবং তাঁহারা ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার জন্য যোগ্য হইবেন;

(ঘ) গবেষণা-বৃত্তি, অধ্যয়ন-বৃত্তি, ছাত্র সহায়তা-বৃত্তি পদক ও পুরস্কার প্রদানের শর্তাবলী;

(ঙ) পরীক্ষাগ্রহণ সংস্থা, পরীক্ষক ও সঞ্চালক নিয়োগের শর্ত ও প্রতিমান এবং তাঁহাদের কর্তব্য;

(চ) পরীক্ষা পরিচালনা;

(ছ) সংস্থানের ছাত্রদের মধ্যে অনুশাসন রক্ষা করা; এবং

(জ) অন্য এরূপ কোন বিষয় যাহা অধ্যাদেশসমূহ দ্বারা ব্যবস্থা করিতে হইবে বা ব্যবস্থা করা যাইবে।

(৩) অধিবিদ্য পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেক অধ্যাদেশ উহা যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেই তারিখ হইতে কার্যকর হইবে কিন্তু ঐরূপে প্রণীত প্রত্যেক অধ্যাদেশ যথাসম্ভব শীঘ্র, পর্ষদের সমক্ষে পেশ করা হইবে এবং উহা পর্ষদ কর্তৃক উহার পরবর্তী সভায় বিবেচিত হইবে।

(৪) পর্ষদের, সংকল্প দ্বারা ঐরূপ কোন অধ্যাদেশ সংপরিবর্তন বা বাতিল করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ঐরূপ অধ্যাদেশ ঐ সংকল্পের তারিখ হইতে তদনুসারে, ক্ষেত্রানুযায়ী, সংপরিবর্তিত বা বাতিল হইয়া যাইবে।

নিয়মাবলী ও প্রনিয়মাবলী সংসদের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

৩৭। এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম এবং পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত প্রথম প্রনিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে উহার সত্র চলিতে থাকাকালে, মোট ত্রিশদিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, এবং যদি পূর্বোক্ত সত্র বা আনুক্রমিক সত্রের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ

নিয়মের বা প্রনিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন অথবা উভয় সদন একমত হন যে ঐ নিয়ম বা প্রনিয়ম প্রণীত হইবে না, তাহাহইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম বা প্রনিয়ম, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এমনভাবে যে, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম বা নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

অসুবিধা দূর করিবার ক্ষমতা।

৩৮। (১) যদি এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা উদ্ভূত হয়, তাহাহইলে কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, ঐ অসুবিধা দূর করিবার জন্য তন্নিকট যেরূপ আবশ্যক বা সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সেরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন যাহা এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস হইবে না :

তবে এই আইনের প্রারম্ভের তারিখ হইতে তিন বৎসর সময়সীমার অবসানের পর এই ধারা অনুযায়ী ঐরূপ কোন আদেশ প্রণীত হইবে না।

(২) এই ধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক আদেশ, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

অবস্থান্তরকালীন বিধানাবলী।

৩৯। (১) এই আইনে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও :-

(ক) এই আইন প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে পর্ষদরূপে কৃত্যকারী প্রত্যেক সংস্থানের পর্ষদ, এই আইন অনুযায়ী ঐ সংস্থানের জন্য নূতন কোন পর্ষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ঐরূপে কৃত্য করিতে থাকিবেন, কিন্তু এই আইন অনুযায়ী কোন নূতন পর্ষদ গঠিত হইবার পর, ঐরূপ গঠনের পূর্বে পদাধিষ্ঠিত পর্ষদের সদস্যগণ, আর পদাধিষ্ঠিত থাকিবেন না;

(খ) এই আইন প্রারম্ভের পূর্বে প্রত্যেক সংস্থান সম্পর্কে গঠিত, ক্ষেত্রানুযায়ী, অধিবিদ্য পরিষদ বা অনুষদীয় পরিষদ, ঐরূপ সংস্থানের জন্য এই আইন অনুযায়ী কোন অধিবিদ্য পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই আইন অনুযায়ী গঠিত অধিবিদ্য পরিষদ বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু, এই আইন অনুযায়ী নূতন কোন অধিবিদ্য পরিষদ গঠিত হইবার পর ঐরূপ গঠনের পূর্বে পদাধিষ্ঠিত, ক্ষেত্রানুযায়ী, অধিবিদ্য পরিষদ বা অনুষদীয় পরিষদের সদস্যগণ আর পদাধিষ্ঠিত থাকিবেন না;

(গ) এই আইন অনুযায়ী প্রথম প্রনিয়মাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই আইন প্রারম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে প্রতিটি সংস্থানে যথা বলবৎ নিয়মাবলী ও উপবিধিসমূহ যতদূর পর্যন্ত ঐগুলি এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস নহে ততদূর পর্যন্ত ঐ সংস্থানের প্রতি প্রযুক্ত হইতে থাকিবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের বিধানাবলীকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া যদি এরূপ করা আবশ্যক ও সঙ্গত বিবেচনা করেন, তাহাহইলে উহা, প্রজ্ঞাপন দ্বারা এরূপ ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করিতে পারিবেন যাহা বিদ্যমান সংস্থান হইতে তৎস্থানী সংস্থানে স্বচ্ছন্দ অন্তরণের জন্য আবশ্যক হইতে পারে।

তফসিল

[৪(১) ধারা দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	রাজ্যের নাম	বিদ্যমান সংস্থানের নাম	অবস্থান	এই আইন অনুযায়ী নিগমবদ্ধ সংস্থানের নাম
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১	পশ্চিমবঙ্গ	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান কলকাতা, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	কলকাতা	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, কলকাতা।
২	গুজরাট	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান আহমেদাবাদ, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	আহমেদাবাদ	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, আহমেদাবাদ।
৩	কর্নাটক	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান ব্যাঙ্গালোর, মাইশোর সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৬০ (১৯৬০-এর ১৭), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	ব্যাঙ্গালুরু	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, ব্যাঙ্গালোর।
৪	উত্তর প্রদেশ	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান লক্ষ্ণৌ, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	লক্ষ্ণৌ	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, লক্ষ্ণৌ।
৫	মধ্যপ্রদেশ	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৪৪), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	ইন্দোর	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, ইন্দোর।
৬	কেরালা	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান কোঝিকোড়, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	কোঝিকোড়	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, কোঝিকোড়।
৭	মেঘালয়	রাজীব গান্ধী ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান শিলং, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	শিলং	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, শিলং।
৮	হরিয়ানা	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান রোহতক, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	রোহতক	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, রোহতক।
৯	ঝাড়খণ্ড	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান রাঁচি, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	রাঁচি	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, রাঁচি।
১০	ছত্তিশগড়	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান রায়পুর, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	রায়পুর	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, রায়পুর।

১১	তামিলনাড়ু	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান তিরুচিরাপল্লি, তামিলনাড়ু সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৫, অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	তিরুচিরাপল্লি	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, তিরুচিরাপল্লি।
১২	উত্তরাখণ্ড	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান কাশিপুর, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	কাশিপুর	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, কাশিপুর।
১৩	রাজস্থান	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান উদয়পুর, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	উদয়পুর	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, উদয়পুর।
১৪	পাঞ্জাব	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান অমৃতসর, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	অমৃতসর	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, অমৃতসর।
১৫	হিমাচল প্রদেশ হি.প্র.	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান সিরমাউর, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	সিরমাউর	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, সিরমাউর।
১৬	ওড়িশা	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান সম্বলপুর, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	সম্বলপুর	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, সম্বলপুর।
১৭	অন্ধ্র প্রদেশ	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান বিশাখাপত্তনম, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি	বিশাখাপত্তনম	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, বিশাখাপত্তনম।
১৮	মহারাষ্ট্র	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান নাগপুর, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	নাগপুর	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, নাগপুর।
১৯	বিহার	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান বোধগয়া, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	বোধগয়া	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, বোধগয়া।
২০	জম্মু ও কাশ্মীর	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান জম্মু, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৯৮ (১৯৯৮-এর VI), অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সমিতি।	জম্মু	ভারতীয় পরিচালনতন্ত্র সংস্থান, জম্মু।

ভারত সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রেস লিমিটেড,
১১ বি.টি. রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৬ কর্তৃক মুদ্রিত।